ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-2-8 পত্র— 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য-২'-এর মডিউল-১-এর পঠিত বিষয়— পদসাহিত্য। এখানে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী ও জন পদাবলী পাঠ্য। বর্তমানে বৈষ্ণব পদাবলী বিষয়েই শুধু আলোচনা করা হল। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে নিম্নলিখিত পদগুলি পাঠ্য—

প্রার্থনা— মাধব বহুত মিনতি করি তোয় (বিদ্যাপতি), গৌরাঙ্গ বিষয়ক— পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে (পরমানন্দ), বাল্যলীলা— দাঁড়াইয়া নন্দের আগে (যাদবেন্দ্র দাস), বয়ঃসন্ধি— খেনে খেনে নয়ন কোণ অনুসরঈ (বিদ্যাপতি), পূর্বরাগ– রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা (চণ্ডীদাস), রূপানুরাগ— আলো মুঞি জানো না (জ্ঞানদাস), আক্ষেপানুরাগ— সই কেমনে ধরিব হিয়া (চণ্ডীদাস), অভিসার– মাধব কি কহব দৈব বিপাক (গোবিন্দদাস), কলহান্তরিতা— আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ (গোবিন্দদাস), মাথুর— এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর (বিদ্যাপতি), ভাবোল্লাস— আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ (বিদ্যাপতি), নিবেদন— বঁধু, কি আর বলিব আমি (চণ্ডীদাস)।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় প্রদান। এখানে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে যেমন সংক্ষিপ্ত তত্ত্বগত আলোচনা করা হয়েছে, তেমনই প্রসঙ্গত সেই পর্যায়ের পদ রচনায় কবিদের কৃতিত্ব ও তাঁদের কবিকৃতিত্বের তুলনামূলক আলোচনাও সংক্ষেপে করা হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয়গুলি হল—

- বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারটি পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ
- পূর্বরাগ পর্যায়ে কবি বিদ্যাপতি ও কবি চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা
- অভিসার পর্যায়ে কবি বিদ্যাপতি ও কবি গোবিন্দদাসের তুলনাত্মক আলোচনা
- প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের ধারণা
- নায়ক কৃষ্ণ হলেও পদাবলীর বৈচিত্র্য সৃজিত হয়েছে রাধাকে ঘিরেই

— উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের বিস্তারিত জানার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন', শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', ক্ষুদিরাম দাসের 'বৈষ্ণব রস প্রকাশ', সত্য গিরির 'বৈষ্ণব পদাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি

সহযোগী অধ্যাপক,

বাংলা বিভাগ

ও

বারসার,

আশুতোষ কলেজ।

বৈষ্ণব পদাবলী

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারটি পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বর্ণিত শৃঙ্গাররসকে চৈতন্য-পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-তাত্ত্বিক রসিক শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল' বা 'মধুর' আখ্যা দিয়েছেন। 'উজ্জ্বল' শব্দটি শৃঙ্গারের ভরত প্রদত্ত বিশেষণ থেকে গৃহীত। শৃঙ্গারের দুই বিভাগ – সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের অর্থ মিলন এবং বিপ্রলম্ভের অর্থ বিচ্ছেদ। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত – পূর্বরাগ, মান, প্রবাস এবং করুণ। শ্রীরূপ গোস্বামী এগুলির মধ্যে 'করুণ'কে বর্জন করে তার স্থানে 'প্রেমবৈচিত্ত্য'-কে স্থাপন করেছেন এবং বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের ক্রমটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে তিনি তাকে এভাবে রূপ দিয়েছেন – পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। নিম্নে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের এই পর্যায়গত বিভাজনে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপটিকে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের পদের দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করা হল।

প্রথমে, 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হল। বিপ্রলম্ভের প্রথম পর্যায় পূর্বরাগ। এই পূর্বরাগ বলতে বোঝায় প্রকৃত মিলনের পূর্বে পরস্পর দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি থেকে জাত নায়ক-নায়িকার (সমুচিত সঞ্চারীভাব ও অনুভাবের দ্বারা পুষ্ট) মিলনেচ্ছাময় রতি।

পূর্বরাগ সাধারণত দু'প্রকারের, যথা – দর্শনজনিত পূর্বরাগ ও শ্রবণজনিত পূর্বরাগ। দর্শন ঘটতে পারে তিনভাবে – প্রত্যক্ষ, চিত্রগত ও স্বপ্নগত। আর শ্রবণ ঘটতে পারে পাঁচ ভাবে – সখী মুখে, দূতী মুখে, ভাট মুখে, শুক মুখে ও বাঁশী শুনে।

কৃষ্ণ-বিষয়ক রতি সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা অনুযায়ী পূর্বরাগেও সাধারণ, সমঞ্জস ও প্রৌঢ় এই তিন শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রৌঢ় পূর্বরাগে দশটি 'দশা' দেখা যায় – লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। নিম্নে পূর্বরাগ পর্যায়ের একটি পদ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি নি সংশয়িত ভাবে চণ্ডীদাস। এই পর্যায়ে তাঁর একটি বিশিষ্ট পদ উল্লেখ করা হল –

পূর্বরাগের সংজ্ঞার্থে কথিত নায়িকার কৃষ্ণমিলনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার রসরূপ হল – 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' শীর্ষক পদটি। এখানে কৃষ্ণ নাম তার কানেই প্রবেশ করেনি শুধু – মর্মের গভীরে প্রোথিত হয়েছে –

''কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।''

রাধার মনে হয়েছে শ্যাম নামে এমন মধু আছে, যে সেই নাম মুখ থেকে আর ছাড়া যায় না এবং বার বার এই নাম উচ্চারণ করতে করতে জপমন্ত্রের ন্যায় তা প্রায় রাধার অঙ্গ অবশ করে দেয় – 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো', এখন কী করে তাঁকে পাওয়া যায়, সেই চিন্তাই রাধার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে। রাধা ভেবেছেন, শুধু নাম জপেই যদি অঙ্গ অবশ হয় তবে কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ করলে তার কী হবে। রাধা কৃষ্ণের রূপ দেখার পর থেকেই তার যৌবনধর্ম অস্থির হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ-প্রেমে আকুল রাধা কুলবতী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সংবরণ করতে পারে নি, নিজের রূপযৌবন অবলীলায় কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেছে।

এই পদের মধ্যে পূর্বরাগের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। পূর্বরাগবতী নায়িকা রাধার উদ্বেগ, বৈয়গ্র প্রভৃতি দশা বর্তমান। পূর্বরাগে নায়ক-নায়িকা মিলিতাবস্থায় থাকেন না – তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকে। এই বিচ্ছিন্নতার মূলে থাকে স্মৃতিময়তা, তাৎক্ষণিক অনুভূতির বীজ। পূর্বরাগের বিচ্ছিন্নতা নায়ক-নায়িকার মনে প্রেমের বোধ জাগিয়ে তোলে। উল্লিখিত পদটিতেও দেখা যায় কৃষ্ণসঙ্গ বিচ্ছিন্ন অথচ মিলন-প্রত্যাশী রাধার প্রেমের উদ্ভব ঘটেছে, সে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল-চঞ্চল।

এবার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের দ্বিতীয় পর্যায় 'মানে'র কথা বলা যেতে পারে। নায়ক-নায়িকা পরস্পর অনুরক্ত এবং নিকটে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও যে বিশেষ মানসিক অবস্থা বা অন্তর্গত কোনো বাধায় উভয়ের মিলনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাকেই মান বলে। মানের আবার দুই বিভাগ – সহেতু মান ও নির্হেতু মান। সহেতু মানের আবার দুইটি প্রকার – শ্রুত ও অনুমিত। তার মধ্যে শ্রুত মান তিন ধরনের হয় – সখীর মুখে শুনে মান, দূতীর মুখে শুনে মান, বাঁশী শুনে মান। আর অনুমিত মান তিন প্রকার – প্রিয়দেহে ভোগচিহ্ন দেখে মান, বিপক্ষদেহে ভোগচিহ্ন দেখে মান, গোত্রস্খলন। এবং নির্হেতু মানে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কারণ ছাড়াই মান হয়। নির্হেতু মান দু'প্রকার– কারণাভাস ও অতিকারণ।

নিম্নে মান পর্যায়ের একটি পদ আলোচনা করা হল। এক্ষেত্রে গোবিন্দদাসের একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে। পদটি শ্রীরাধার মানের পদ –

''নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি।।''

পদটি রাধার একোক্তিতে রচিত। এখানে প্রেমিক কৃষ্ণের শরীরে-বুকে 'নখ-পদ' অর্থাৎ আঁচড়ের দাগ দেখে, কাজলে মলিন মুখ দেখে, রাত-জাগর রক্তিম নয়ন দেখে প্রেমিকের প্রতি রাধার মানের সঞ্চার হয়েছে। এখানে মান-সঞ্চারী নায়িকা কৃষ্ণের শত মিনতি-অনুরোধ-উপরোধের পরেও ক্ষুব্ধা-- রাধা এখানে ব্যঙ্গ করে কৃষ্ণকে কটাক্ষ করেছে।

এই পদে স্পষ্টতই রাধার মানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মান প্রিয়দেহে ভোগচিহ্ন দেখে অনুমিত সহেতু মান। এখানে রাধা-কৃষ্ণ

পরস্পর নিকটে অবস্থান করা সত্ত্বেও বিশেষ কারণবশত উভয়ের মধ্যে মিলনে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এই বাধা বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট মানসিক বাধা -- এর ফলে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বোধ গড়ে উঠেছে। এই বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ যদিও অন্তর্গত কারণে নিহিত তথাপি এর মধ্যেও রয়েছে প্রেমের বৈচিত্র্য।

এবার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের তৃতীয় পর্যায় 'প্রেমবৈচিত্ত্য' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল। নায়ক-নায়িকা পরস্পর সমীপবর্তী হলেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ স্বাভাবিক বিচ্ছেদ-কাতরময় যে আর্তি তাই হল প্রেমবৈচিত্ত্য। 'বৈচিত্ত্য' শব্দের অর্থ চিত্তের অন্যথাভাব, বিচিত্রতা। কৃষ্ণকে যথেষ্ট কাছে পেয়েও প্রেমের তীব্রতায় আগামী কোনো এক বিচ্ছেদকে ভেবে অথবা মিলন যে চিরস্থায়ী নয় এ কথা ভেবে, মানসিকভাবে রাধা কষ্ট পান এখানে।

এখন প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কবি চণ্ডীদাসের 'এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি' - শীর্ষক পদটি আলোচনা করা হল। এই পদে দেখা যায় রাধা-কৃষ্ণ 'পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি'। দু'জনেই যখন দু'জনের কোলে অর্থাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তখনো বিচ্ছেদের কথা ভেবে রাধা ক্রন্দন করেন। তিলার্ধ-সময়ও পরস্পরকে না দেখলে তারা বাঁচে না। জল ছাড়া মাছ যেমন বাঁচতে পারে না, এই প্রেমও তেমনি। কবি বলেছেন --

''দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।''

মানুষের মধ্যে এমন প্রেমের কথা শোনা যায় না। সূর্য-পদ্ম-মেঘ-চাতক, ফুল-ভ্রমরের পারস্পরিক সাপেক্ষ সম্পর্ক বন্টনের থেকেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অতুলনীয়। কবি এই পদে নিবিড় প্রেমের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় সার্থকতা লাভ করেছেন। পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানেও বিচ্ছেদ-শঙ্কাতুর প্রেমিক-হৃদয়ের আর্তি প্রকাশে পদটি যথার্থই প্রেমবৈচিত্ত্যের মহিমা লাভ করেছে। প্রেমবৈচিত্ত্যে দেখা যায়, শারীরিকভাবে নিকটে থাকলেও প্রেমের প্রগাঢ়তায় ভ্রান্তিবশত নায়ক-নায়িকা সদা বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধিতে 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে'। এখানে বিচ্ছিন্নতা অন্তর্গত কোনো বাধা বা বাহ্যিক প্ররোচনায় নয়, এই বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণই মানসিক ভ্রান্তি থেকে উদ্ভূত।

এবার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চতুর্থ তথা শেষ পর্যায় 'প্রবাসে'র কথা বলা যায়। পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তর প্রভৃতির দ্বারা যে ব্যবধান তাকে প্রবাস বলে। রাধা-কৃষ্ণের ক্ষেত্রে এই প্রবাস পর্যায় 'মাথুর' নামে অভিহিত। প্রবাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। বুদ্ধিপূর্বকের মধ্যে রয়েছে কালীয়দমনে প্রবাস, গোচারণে প্রবাস, রাসে অন্তর্ধানজনিত প্রবাস আর অবুদ্ধিপূর্বকের মধ্যে রয়েছে মথুরা প্রবাস। প্রবাসকে দূরত্ব অনুসারে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে - কিঞ্চিদ্দুর বা নিকট প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। নিকট প্রবাসের মধ্যে রয়েছে গোচারণে, কালীয়দমনে, নন্দ-মোক্ষণে, রাসে অন্তর্ধান, কার্যান্তরে প্রবাস। আর সুদূর প্রবাস তিন ভাগে বিভক্ত — ভাবী, ভবন ও ভূত প্রবাস।

এখন প্রবাস পর্যায়ের একটি পদের আলোচনা করা হল। প্রবাস বা মাথুর পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতির একটি পদ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাপতির 'অব মথুরাপুর মাধব গেল' - শীর্ষক পদটিতে রাধা তাঁর ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনের বিষণ্ণ পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। পদটি ভূত প্রবাস পর্যায়ের, তাই স্মৃতিভারে পীড়িত, বেদনা-বিদীর্ণ সত্তার আর্ত হাহাকার অনুরণিত হয়েছে এখানে — 'গোকুল মানিক কো হরি নেল'। কৃষ্ণ নেই বলে রাধার কাছে এখন সকলই শূন্য —

''শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী।।''

শুধু তা-ই নয়, পূর্ব মিলনের সুখ স্মৃতি বিজড়িত যমুনা তীর, কুঞ্জকুটির প্রভৃতি স্থানগুলি আজ বিরহিণী রাধার মনের বেদনাকে জাগিয়ে তুলছে। প্রিয়জনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদের পর স্মৃতিভার জর্জরিত এই রাধিকা বেদনা-বিমূঢ় — একে কোনো দেশকালের পরিধিতে আবদ্ধ করা যায় না — এ রাধা বিরহের চিরন্তনী রূপপ্রতিমা। প্রকৃতপক্ষে প্রবাসে যে বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতা তা চিরস্থায়ী। এক্ষেত্রে এরপর কল্পিত সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে প্রিয়মিলন হয় মন-বৃন্দাবনে - মানসলোকে। প্রবাস আসলে বিচ্ছিন্নতার-বিরহের মহাকাব্য।

এইভাবেই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের চারটি পর্যায় — পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপটিকে তুলে ধরা হল। পূর্বরাগ থেকে প্রবাস পর্যন্ত চারটি পর্যায়ে এই বিচ্ছিন্নতার মাত্রা ও গুণ তথা বোধ নায়ক-নায়িকার মনে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে — ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছিন্নতা শেষে উত্তীর্ণ হয় চিরকালীন বিচ্ছিন্নতায়। বিপ্রলম্ভ প্রকৃতই বিচ্ছিন্নতার রূপগত ও মাত্রাগত বৈচিত্র্য সম্পাদন করে সম্ভোগের পরিপূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করে — তারই প্রমাণ বৈষ্ণব পদাবলীর পর্যায়ভিত্তিক পদগুলিতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী

পূর্বরাগ পর্যায়ে কবি বিদ্যাপতি ও কবি চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা

প্রেমরসের বিস্তার প্রসঙ্গে 'পূর্বরাগ' নামক পর্যায়ের গ্রন্থন এবং সে বিষয়ে গীতিকবিতা রচনা পদাবলীতেই প্রারম্ভ হয়নি, সংস্কৃত সাহিত্যে এবং সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে পূর্বরাগের চমৎকারিতা নির্মিত হয়েছে এবং পূর্বরাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে (পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, করুণ), পূর্বরাগ তার মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব মহাজনগণ কবিস্বভাব প্রণোদিত হয়ে অনায়াসেই অথবা লীলাবিস্তারকল্পে পূর্বরাগের চমৎকারিতাকে তাঁদের পদ রচনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে গঠন করেছেন। চৈতন্যোত্তর কালে বৈষ্ণব তাত্ত্বিক-রসিক শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের প্রথম পর্যায়রূপে পূর্বরাগকে উল্লেখ করে এর সংজ্ঞায় বলেছেন --

''রতির্যা সংগমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগ স উচ্যতে।।''

– অর্থাৎ, প্রকৃত মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি থেকে জাত মিলনেচ্ছাময় রতি উপযুক্ত সঞ্চারীভাব ও অনুভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়ে প্রকাশ পেলে তাকে পূর্বরাগ বলা হয়।

পূর্বরাগ সাধারণত দু'প্রকার – দর্শনজনিত পূর্বরাগ ও শ্রবণজনিত পূর্বরাগ। এখানে দর্শন হতে পারে আবার তিন ভাবে, যথা - প্রত্যক্ষ দর্শন, চিত্রে দর্শন ও স্বপ্নে দর্শন। আর শ্রবণ ঘটতে পারে আবার পাঁচ ভাবে, যথা -- সখী মুখে শুনে, দূতী মুখে শুনে, ভাট মুখে শুনে, শুক মুখে শুনে ও বাঁশী শুনে।

পূর্বরাগ অবস্থার আবার দশটি 'দশা'র কথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। এই দশাগুলি হল -- লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়তা, বৈয়গ্র, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু।

বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগের পদে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের পূর্বরাগেরই উল্লেখ আছে। তবে সংখ্যাধিক্যের বিচারে রাধার পূর্বরাগের পদই প্রধান। বিশেষত চৈতন্য-পরবর্তীকালে রাধার পূর্বরাগই মুখ্যত আলোচিত হয়েছে। কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদের অধিকাংশই রচিত হয়েছে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে। পূর্বরাগ পর্যায়ের দু'জন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হলেন – বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। উভয়েই চৈতন্য-পূর্বযুগের কবি। তবুও একথা সর্বজনস্বীকৃত যে পূর্বরাগের পদে কবি চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বিদ্যাপতিও বহু উৎকৃষ্ট পূর্বরাগের পদ রচনা করেছেন। নিম্নে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের দু'একটি পদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে পূর্বরাগের পদরচনায় উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের দিকটি নির্দেশ করা হল।

প্রথমে বিদ্যাপতির পূর্বরাগ পর্যায়ের কথা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা হল -- কবি বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদগুলি মুখ্যত কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ। সেখানে রাধার পূর্বরাগের পদ পরিমাণে খুবই কম। বিদ্যাপতির পূর্বরাগ পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ সংক্রান্ত একটি পদের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে --

''যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।''

– এই পদে রূপ-শেল-বিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের কামনার হৃদয়-মন্থন-জ্বালা সত্যিকারের রসরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই পদটির বিষয় রাধা - আশ্রয় কৃষ্ণ। রাধার অনিন্দ্য-সুন্দর অঙ্গকান্তির মোহময় রূপ দর্শন করে কৃষ্ণের রূপ তৃষ্ণা জাগ্রত হয়েছে। অল্প বয়সী বালিকা রাধার শরীর পুষ্পমালার সঙ্গে উপমিত হয়েছে -- গোধূলি ক্ষণে গৃহবহির্ভূত রাধার গতি যেন বিদ্যুতের ন্যায় -- কৃষ্ণ চকিতে সেই রূপবল্লরী দর্শন করেছেন। রাধার কলেবর 'নূনা' অর্থাৎ ক্ষীণাঙ্গী সে, তার শরীর যেন 'আঁচরে উজোর সোনা' অর্থাৎ আঁচলে ঢাকা উজ্জ্বল – সোনার মতো -- নয়নবিভঙ্গি দুর্লভ।

আর এই চকিত দর্শন পর্যাপ্ত না হওয়ায় কৃষ্ণ আরো নৈকট্য প্রত্যাশা করেছেন। পুরুষ-কৃষ্ণ যে নারী-রাধিকার রূপ মাধুরী 'নেহারিছেন' তা বুঝতে পেরে রাধার প্রতিক্রিয়া কী রূপ ? কবির বর্ণনায় নায়ক কৃষ্ণের জবানীতে শোনা যায় –

''ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়নবাণে''

-- এখানেই কবি বিদ্যাপতির সার্থকতা। প্রেম বা রূপতৃষ্ণা পুরুষের একার নয়, তা যে নারী-পুরুষ উভয়ের উপভোগ্য এই সার্বিক মানব-অনুভূতির সূক্ষ্ম রূপায়নেই পদটি নিছক সৌন্দর্যের স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রেম সৌন্দর্যের স্তরে। এই পদে 'রাধার দেহের ভাগ অধিক' হলেও একইসঙ্গে কৃষ্ণ সন্দর্শনে রাধার আন্তরিক তৃপ্তির বোধটিও কিন্তু সত্য। এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন বা প্রত্যক্ষ দর্শনের পূর্বরাগের পদ। এখানে পূর্বরাগের দশা -- লালসা।

তবে বিদ্যাপতির পূবরাগের পদ অধিকাংশই কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতার হলেও শ্রীরাধার পূর্বরাগের পদ রচনাতেও কবি কিন্তু কম কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। কখনো জনাকীর্ণ নগরের পথে কৃষ্ণকে দেখে তিনি তাঁর প্রেমে পড়েছেন। আবার কখনো বা স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখার আনন্দে রাধা বিভোর। এই ধরনের পদগুলিতে যৌবন-ধন্য কবির রূপোল্লাস ও রক্তমাংসের কামনার উত্তাপ যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

এবার পূর্বরাগের পদে কবি চণ্ডীদাসের পরিচয় দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা হল। পূর্বরাগের পদ বলতে যদি এমন বোঝায় যে কেবল শ্রীমতি রাধারই পূর্বরাগ, তবে নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। এই পর্যায়ে চণ্ডীদাসের একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল --

''হাম সে অবলা　　হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।''

— এই পদে দেখা যায়, বিরলে বসে থাকা অবলা একলা রাধিকাকে সখী বিশাখা একটি পটে কৃষ্ণের ছবি দেখিয়েছে। সেই কৃষ্ণ-চিত্র দর্শন করে রাধা ব্যাকুল-আকুল হয়েছেন। নবীন কিশোর কৃষ্ণের 'মনোহর অতি সুমধুর রূপ' দেখে রাধার অন্তরে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কৃষ্ণের নয়ন যুগল দর্শন করে রাধার দৃষ্টি শীতল হয়, কৃষ্ণের নয়নযুগল 'বড়ই রসের রূপ'। সেই চিত্ররূপ দর্শনেই রাধার অন্তরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে --

''চাহিতে তা পানে　　পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি।।''

রাধা সেই অনুপম কান্তি চিত্ররূপ থেকে দৃষ্টি সরাতে চাইলেও সেই ছবি যেন রাধার চিত্তে গেঁথে গেছে। রাধার চিত্ত ব্যাকুলতা এখানে সুস্পষ্ট। অবলা - নিঃসঙ্গ রাধিকা তাই কৃষ্ণ-স্মরণেই আকুল --

''হরি হরি এমন কেনে বা হৈল।''

ভণিতায় কবি চণ্ডীদাস এর উত্তর দিয়ে বলেছেন -- 'রাজার ঝি' রাধিকা 'শ্যাম নব রসে' মত্ত হয়েছেন।

এই পদটির মধ্যে পূর্বরাগের নায়িকা রাধার আকুলতা-চঞ্চলতা-বিহ্বলতা প্রতিফলিত। পদটি চিত্রদর্শনজনিত পূর্বরাগের পদ। এখানে নায়িকা রাধার লালসা, ব্যাধি, মোহ -- এই সব দশাগুলি পরিলক্ষিত হয়।

তবে পূর্বরাগ পর্যায়ে কবি চণ্ডীদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদটি হল -- 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' -- শীর্ষক পদটি। এই পদে পূর্বরাগ পর্যায়েই কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে রাধার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। নাম শ্রবণেই যদি অঙ্গ অবশ হয় তবে কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে কী অবস্থা হবে রাধা তা ভেবে আকুল হয়েছেন --

''না জানি কতেক মধু　　শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম　　অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম-পরতাপে যার　　ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার　　নয়নে দেখিয়া গো
যুবতি-ধরম কৈছে রয়।।''

অর্থাৎ, কৃষ্ণকে দেখে রাধার যুবতী-ধর্ম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই রাধা অন্তরে-বাহিরে-মনে-প্রাণে-রক্তে-মর্মে কৃষ্ণময়ী-কৃষ্ণৈকমুখী। এখানে প্রথম পর্যায়েই রাধার যোগিনী সত্তায় উত্তরণের চিত্র প্রতিভাত। প্রেমের জগতে কবি চণ্ডীদাসের এই দর্শন সম্পূর্ণ নূতন-অভিনব।

প্রাকচৈতন্য যুগের দুই প্রতিভাধর বৈষ্ণব কবি হলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দু'জনেই প্রায় সমকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে দু'জনের জীবন, পরিবেশ ছিল স্বতন্ত্র। মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন বিদ্যাপতি, আর বাংলার এক গ্রামের বাশুলি মন্দিরের দরিদ্র পূজারী ছিলেন চণ্ডীদাস। বিদ্যাপতির কাব্যে আছে রাজসভার ঐশ্বর্য আর চণ্ডীদাসের কাব্যে আছে গ্রামীণ সুরের মূর্চ্ছনা। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে বিদ্যাপতি বর্ণনা করেছেন কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষায় আর চণ্ডীদাস বর্ণনা করেছেন সহজ সরল বাংলা ভাষায়। একইভাবে পূর্বরাগের পর্যায়েও কবি বিদ্যাপতি ও কবি চণ্ডীদাসের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসম্মত হলেও বিদ্যাপতির কৃতিত্বও এখানে সমান ভাবে দেখা যায়। বিশিষ্ট সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> ''পূর্বরাগে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব নাই ইহাই কথিত। সেখানে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের অবিসংবাদিত প্রাধান্য। কথাটি অনেকাংশে সত্য। তথাপি পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতি যে নিতান্ত 'গমার' একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'' ('মধ্যযুগের কবি ও কাব্য')

নিম্নে সূত্রাকারে সংক্ষেপে পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পার্থক্যের দিকগুলি উল্লেখ করা হল —

(i) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ লিখলেও কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদে শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই বিদ্যাপতির এবং রাধার পূর্বরাগের পদে শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে চণ্ডীদাসের।

(ii) চণ্ডীদাসের রাধিকাকে পূর্বরাগের প্রথমেই যখন পাঠক দেখে, তখনই তিনি সাধিকা-যোগিনী। এই রাধা 'বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে / যেমতি যোগিনী পারা'। অথচ বিদ্যাপতির 'রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে'।

(iii) বিদ্যাপতির রাধিকায় পূর্বরাগের 'নবানুরাগে উদ্‌ভ্রান্ত লীলা-চাঞ্চল্য' আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকায় রয়েছে প্রেমের 'গভীরতার অটলা স্থৈর্য'।

(iv) বিদ্যাপতির শ্রীরাধার পূর্বরাগে দেখা যায় কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তার সঙ্গে মিলন-প্রত্যাশা। তাঁর রাধার মধ্যে মানবীভাবই প্রধান, দৈবীভাব অল্প। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগ পর্যায়েই যেন দুখের সাগরে নিমগ্ন – তার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক বিকাশের নির্মলতা।

(v) চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদগুলি কাব্যগতভাবে প্রসাধনহীন প্রায়শই -- তাঁর রচনা 'রূপের শৃঙ্খলায় বঞ্চিত'। অন্যদিকে বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদেও দেখা যায় ধ্বনিঝংকার, আলংকারিক প্রসাধন, ছন্দের হিল্লোল – অসামান্য মণ্ডনকলা।

এভাবেই পূর্বরাগ পর্যায়ে কবি বিদ্যাপতি ও কবি চণ্ডীদাস – চৈতন্য-পূর্ব দুই বিশিষ্ট কবির দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করে উভয়ের কৃতিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হল, তবে শেষে একথা বলা যায় যে এই পর্যায়ে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ কবি হলেও বিদ্যাপতির সার্থকতাও সমানভাবে উজ্জ্বল।

বৈষ্ণব পদাবলী

অভিসার পর্যায়ে কবি বিদ্যাপতি ও কবি গোবিন্দদাসের তুলনামূলক আলোচনা

বৈষ্ণব মহাজনগণের পদরচনায় একটি উল্লেখযোগ্য অবলম্বন এবং পালাকীর্তনের একটি বিশিষ্ট শ্রেণিবিভাগ হল অভিসার। সংস্কৃতের কবিগণ নায়ক-নায়িকার বিশেষতঃ নায়িকার অভিসার অবলম্বনে বহু উত্তম-উৎকৃষ্ট কবিতা বা পদ রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব মহাজনগণের অভিসারের কাব্যসৌন্দর্য কখনও সংস্কৃত কবিদের অনুগামী হয়েছে আবার কখনও তাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। এর কারণ রাগানুগা ভক্তিভাবে অভিসারের বিশেষ সংকেতময় তাৎপর্য। আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের পাশাপাশি কাব্যগত চমৎকারিত্বের দিকটিও বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার পর্যায়ের পদগুলিতে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। অভিসার সম্পর্কে অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যে নায়িকা তীব্র প্রণয় বশে নিজে কান্তসমীপে অভিসার করেন বা কান্তকে নিজ অভিমুখী করান, তারই নাম অভিসারিকা। অবস্থাভেদে নায়িকার আট প্রকার শ্রেণিবিভাগের মধ্যে অভিসারিকা অন্যতম। অভি+সৃ (সরতি) ধাতুর যোগে 'অভিসার' শব্দের একটি অর্থ হল সম্মুখ গমন। 'অভিসার' বলতে সাধারণত বোঝানো হয় -- প্রিয়তমের জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট সংকেতস্থানে নায়িকার গোপন পথচারণা। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এই 'অভিসার' কোনো পৃথক রস পর্যায় নয় -- এটি একটি লীলা পর্যায় রূপেই বর্ণিত। কারণ অভিসারিকা নায়িকার প্রসঙ্গেই এই পর্যায়টির অবতারণা। এখানে নায়িকার একটি বিশেষ কর্ম বা ক্রিয়ার সম্পাদনাই মুখ্য। সাধারণত, প্রেমের গভীরতা -- উল্লাস বশতই অভিসার হয়। পূর্বরাগ পর্যায়ের পর অভিসার হতে পারে আবার মান-পর্যায়ের পরও এই অভিসার হওয়া সম্ভব। অভিসার প্রকৃতপক্ষে নায়কের প্রতি নায়িকার যাত্রা। বৈষ্ণব মহাজন রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে 'অভিসারিকা' নায়িকার দু'টি বিভাজন করেছেন –

(i) জ্যোৎস্নী -- যে নায়িকা জ্যোৎস্না-রাত্রিতে অভিসার করেন।

(ii) তামসী -- যে নায়িকা তমসাময় রাত্রিতে অভিসার করেন।

-- অর্থাৎ, দু'ধরনের অভিসার যাত্রার কথা পাওয়া গেল -- জ্যোৎস্নাভিসার, তামসাভিসার। রূপ গোস্বামীর পরবর্তীকালের বৈষ্ণব মহাজন রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস প্রমুখরা এর সঙ্গে আরও ছয় ধরনের অভিসারের কথা যুক্ত করে মোট আট প্রকার অভিসারের কথা বলেছেন। সেই অতিরিক্ত ছয় প্রকার অভিসার হল – বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার ও সঞ্চারাভিসার।

অভিসার পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য দু'টি বৈশিষ্ট্য হল –

(i) নায়িকার হৃদয়ের গভীর উৎকণ্ঠা – পারিপার্শ্বিকের বিনা বাধায় - নির্বিঘ্নে নায়কের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গোপনীয়তার প্রয়োজন জনিত উৎকণ্ঠা।

(ii) নায়কের প্রতি অভিসার যাত্রার পূর্বকালীন প্রস্তুতি বা আয়োজন এবং তজ্জনিত আন্তরিক উল্লাস।

এই উৎকণ্ঠা-শঙ্কা- ভীতি এবং উল্লাস-আনন্দ এই অভিসারের দু'টি মুখ্য লক্ষণ। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের অভিসার পর্যায়ের পদে অভিসারিকা নায়িকার মধ্যে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের সুরটিই প্রবল আর অন্যদিকে চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের অভিসার পর্যায়ের পদে অভিসারিকা নায়িকার মধ্যে উল্লাস-আনন্দের সুরটি প্রবল রূপে প্রতিভাত হয়। এই বিষয়টি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির অভিসার পর্যায়ের পদ ও চৈতন্য-পরবর্তী কবি গোবিন্দদাসের অভিসার পর্যায়ের পদ দৃষ্টান্তসহ পর্যালোচনা করে নিম্নে দেখানো হল এবং সেই সূত্রেই এই অভিসার পর্যায়ের পদে কবি বিদ্যাপতি ও কবি গোবিন্দদাসের তুলনামূলক একটি আলোচনাও সংক্ষেপে করা হল।

প্রথমে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতির অভিসার পর্যায়ের পদের দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখানো হল --

বিদ্যাপতির পদে অভিসারিকার মানসিক অবস্থার অনেকগুলি স্তর দেখা যায়। বিদ্যাপতি নানা স্তরের - নানা অবস্থার অভিসারিকাকে দেখিয়েছেন। বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ –

''নব অনুরাগিনী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা।।
একলি কয়ালি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান।।''

-- এই পদে দেখা যায়, 'নব অনুরাগিনী' রাধা কোনো বাধা-বিপত্তি না মেনে একলাই অভিসারে চলেছেন। কৃষ্ণের কাছে দ্রুত পৌঁছোনোর জন্য বা দ্রুততাজনিত উৎকণ্ঠায় সে একে একে মণিময় হার, কঙ্কণ সবকিছু পথে ত্যাগ করেছে – মঞ্জীর পর্যন্ত দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে – এমনকি তার মনে হয়েছে 'উচ কুচ মানয়ে ভার'। 'যামিনি ঘন আন্ধিয়ার' -- তার সত্ত্বেও রাধার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত প্রেমালোকে পথ উজ্জ্বল -- 'প্রেমক আয়ুধে' যাবতীয় বিঘ্ন সে অতিক্রম করে চলেছে কৃষ্ণের জন্য।

আবার বিদ্যাপতির ''রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমনী। / কতিখনে আ ওব কুঞ্জর গমনী।।'' - শীর্ষক পদটিতে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় ভীত বালিকা রাধার চিত্র রয়েছে। পথ দুর্গম–দুস্তর বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বালিকা রাধা যাতে নির্বিঘ্নে কুঞ্জে পৌঁছোতে পারে

সেইজন্য কবি বলেছেন –

"বিহি পায়ে করোঁ পরিহার
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার।"

-- এভাবেই বিদ্যাপতির অভিসারের পদে দেখা যায় রাধার হৃদয়ের আকুলতা-অস্থিরতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার নিপুণ প্রকাশ।

এবার চৈতন্যোত্তর কালের কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের অভিসার পর্যায়ের পদের দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে গোবিন্দদাসের অভিসার পর্যায়ের স্বরূপ অনুধাবন করা যেতে পারে --

গোবিন্দদাসের অভিসার পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল -

"কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার।।
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর।।
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরি।।"

-- এই পদে দেখা যায়, রাধার অভিসার যাত্রার পূর্বে অঙ্গশৃঙ্গার -- কুন্দকুসুমে সজ্জিত, মোতিম-হার পরিহিত, চন্দনচর্চিত রাধার দেহ 'অনঙ্গ ভরিপূর' অর্থাৎ কামতপ্ত। হরি-অভিসারের 'রভসে' অর্থাৎ আহ্লাদে নায়িকা রাধা উল্লসিত। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য 'পূরতি মনোরথ গতি অনিবার'। এই পদে রাধার উৎকণ্ঠার থেকেও অধিক প্রকাশিত হয়েছে উল্লাস -- প্রিয়সঙ্গ প্রত্যাশী নায়িকার আনন্দ।

গোবিন্দদাসের এই পর্যায়ের আর-একটি বিখ্যাত পদ হল-- "কন্টক গাড়ি কলমসম পদতল / মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।" – এই পদে সাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রাধিকার কৃচ্ছ্রসাধনের চিত্র। রাধিকা প্রস্তুত হচ্ছেন, তারই একটি অতিশয় বাস্তব চিত্র। এটি অধ্যাশ্রয়ী, আসন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপযোগী হওয়ার অভ্যাসযোগ, দেহে-মনে সামর্থ্য-সংগ্রহের প্রস্তুতি অধ্যায়। কেবল জল ঢেলে, কাঁটা মাড়িয়ে সাধনা নয়, যেখানে সর্বাধিক ভীতি ও সর্বাধিক প্রীতি, সেই উভয়কে জয় করবার চেষ্টা এখানে লক্ষিত। কিন্তু এই পূর্ব প্রস্তুতির মধ্যে আন্তরিকতার আকুলতার সঙ্গে রয়েছে যেন প্রদর্শনকামিতার সূক্ষ্ম স্পর্শ ও সাধনার মধ্যে উল্লাস। কিন্তু সেই উল্লাস কৃষ্ণৈকপ্রাণা নায়িকার উল্লাস – এ একান্তই আধ্যাত্মিকতার স্পর্শমণ্ডিত অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের অতুলনীয় চমৎকারিত্ব প্রসঙ্গে সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন –

> "তাহা কবির স্বকীয় প্রতিভাধর্ম - তাঁহার চলিষ্ণুতা ও চিত্ররস রসিকতা এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা-রস। কবির নিজ কবি-ধর্ম-কাব্যের রূপ-নির্মাণে শক্তি দিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্য-জীবনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা সেই শক্তিকে সার্থকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছে।" ('মধ্যযুগের কবি ও কাব্য')

– প্রকৃতপক্ষে সবদিক বিচার করলে, একথা বলাই যায়। অভিসার পর্যায়েই কবি গোবিন্দদাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত -- এই পর্যায়ে তিনিই 'রাজাধিরাজ'।

এবার বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অভিসার পর্যায়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন কেন্দ্রিক একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হল সংক্ষেপে --

অভিসারে গোবিন্দদাসই নিঃসন্দেহে প্রধান -- তারপরে বিদ্যাপতির স্থান। কিন্তু কথাটি এখানেই শেষ করা যায় না। বিশিষ্ট সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখনীয় --

> "গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' -- কিন্তু অভিসারে অদ্বিতীয় -- বিদ্যাপতিরও ঊর্দ্ধে। .... তথাপি বিদ্যাপতি, অভিসার পর্যায়েও, গোবিন্দদাস অপেক্ষা পূর্ণতর কবি।" ('চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি')

নিম্নে সূত্রাকারে অভিসার পর্যায়ে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পার্থক্যের দিকগুলি দেখানো হল --

(i) অভিসার - কল্পনায় বিদ্যাপতি অনেক বেশি পরিমাণে বৈচিত্র্যের সুযোগ পেয়েছেন। পরিবেশ চিত্রণে এবং চরিত্রাঙ্কনে বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য গোবিন্দদাসে দেখা যায় না। গোবিন্দদাসও নানা প্রকারের অভিসারের বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন। সেই সব অভিসারের পার্থক্য গোবিন্দদাসের পদে নিখুঁত ও শিষ্ট যেরূপ -- সেরূপ বিদ্যাপতির পদে নয়। কিন্তু গোবিন্দদাসের ঐ বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছে অলংকার শাস্ত্র -- বিশেষত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের কলাপাঠ - বিদ্যাপতি সেখানে জীবনানুসারী। সেইখানেই বিদ্যাপতির সার্থকতা।

(ii) বিদ্যাপতির অভিজ্ঞতালোকে বাস্তব অভিসারিকার স্থান ছিল এবং সেইজন্যই এই পর্যায়ের নায়িকার রূপচিত্রণে তিনি প্রচুর স্বাধীন পটভূমিকা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালের কবি গোবিন্দদাসে পরিবেশ বাঁধা-ধরা -- চরিত্রগুলি চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে প্রায় অপরিবর্তিত।

(iii) বিদ্যাপতির রাধিকা নিতান্ত লৌকিক পরকীয়া নায়িকা থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তীর্ণ হয়েছেন স্বকীয় ভাবপ্রেরণায় আধ্যাত্মিক

অভিসারিকায়। চৈতন্য-পূর্ব কবির আদর্শ ছিল সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের অভিসারিকার উজ্জ্বল বর্ণময় রূপ – কিন্তু বিদ্যাপতি তাকেও অতিক্রম করেছেন স্বীয় প্রতিভায়। অন্যদিকে চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি গোবিন্দদাসের রাধার মনস্তত্ত্বের রূপ মোটামুটি একই কাঠামোয় ধরা আছে।

(iv) বিদ্যাপতির অভিসারের পদে দেখা যায় কৃষ্ণের প্রতি অভিসার যাত্রার কালে রাধার মানসিক উৎকণ্ঠা-উদ্বেগই প্রধান -- কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধার অভিসার যাত্রায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পরিবর্তে রয়েছে উল্লাস; কারণ তাঁর রাধা জানেন অভিসারের যাত্রায় নায়কের সঙ্গে তার দেখা হবেই, কারণ রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি থেকে উদ্ভূতা – তাই গোবিন্দদাসের রাধা বলেছেন – 'হরি রহ মানস সুরধনী পার'। বিদ্যাপতির রাধার কিন্তু মিলনের ক্ষেত্রে এই নিশ্চিন্ত অবস্থান দুর্লক্ষ্য।

(v) বিদ্যাপতির অভিসারের পদ যথার্থই অভিসারের পদ – তার মধ্যে প্রেমের সাধারণী রূপের আসক্তিই প্রধান – উচ্চতর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নয়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালের কবি গোবিন্দদাসের অভিসারের পদে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যই প্রবল – তার মধ্যে মানবাত্মার নিত্য-অভিসারের ছন্দই অনুরণিত রয়েছে – এখানেই তার গৌরব।

(v) অভিসারের পদে গোবিন্দদাস অলংকারানুসরণে - রীতিবদ্ধ ভিন্নতায় - অসামান্য সাংগীতিক প্রতিভায় নিবিড়তম আবেগকে গভীর সুরে স্পন্দিত করলেও, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে কবিকল্পনার মৌলিকতা অনেক বেশি।

এই সবদিক বিচার করে বলা যায় অভিসার পর্যায়ে গোবিন্দদাসের পদ কাব্যগত লক্ষণে বিদ্যাপতির তুলনায় উৎকৃষ্টতর হলেও – ভাববস্তুতে উভয় কবিই সমতুল। তাই গোবিন্দদাস এ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হলেও বিদ্যাপতির কৃতিত্বও এই পর্যায়ে সমান রূপে উজ্জ্বল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের ধারণা

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ -- উল্লেখযোগ্য দু'টি বিষয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে চৈতন্য-পরবর্তীকালের অন্যতম শাস্ত্রবেত্তা শ্রীরূপ গোস্বামীর পরে কোনো কোনো বৈষ্ণব মহাজন প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ এই বিষয় দু'টির মধ্যে কার্যত কোনো ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেননি -- তাদের কাছে প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ একই বিষয় রূপে বিবেচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; উভয়েরই স্বতন্ত্র লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য আছে এবং দু'টি বিষয় সম্পূর্ণই ভিন্ন, তারা কখনোই এক নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে প্রেমবৈচিত্ত্য ও পরে আক্ষেপানুরাগের চরিত্র লক্ষণ পদের দৃষ্টান্তসহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রথমে প্রেমবৈচিত্ত্য – বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্ত্য একটি বিশিষ্ট পর্যায়। প্রেম মনস্তত্ত্বেও একে এক পরম সত্য বলে মনে করা হয়, লৌকিক প্রেমের ক্ষেত্রেও। বৈষ্ণব পদাবলীতে অবশ্য রসশাস্ত্রের বিচারই মুখ্য। সেখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে চারটি প্রকারভেদের কথা বলা হয়েছে, তার অন্যতম প্রেমবৈচিত্ত্য। বৈষ্ণব মহাজন গোস্বামী শ্রীরূপ তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন –

''প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়াতিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।''

-- অর্থাৎ, প্রেমোৎকর্ষ হেতু প্রিয়তমের নিকটে অবস্থান করেও বিরহ ভয়জাত যে আর্তি তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। মিলনের পরিপূর্ণতার মধ্যেও এই বিরহ অনুভব সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ও কাব্যিক প্রবৃত্তি। এখানে 'বৈচিত্ত্য' শব্দের অর্থ হল -- চিত্তের অন্যথা ভাব - চিত্তের ব্যাকুলতা বা বিহ্বলতা। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল --

(i) প্রেমের অত্যধিক গাঢ়ত্বের উন্মেষ হয় নায়িকার অন্তরে।

(ii) এই অধিক গাঢ় প্রেমের জন্য ভ্রান্তিবশত চিত্তের অন্যথা ভাব।

(iii) সর্বোপরি, শারীরিকভাবে নিকটে অবস্থান করা সত্ত্বেও ভ্রমবশত নায়ক-নায়িকার মধ্যে মানসিক দূরত্ব-বিচ্ছেদের বোধ সদা ক্রিয়াশীল।

বৈষ্ণব মহাজন রামগোপাল দাস 'রসকল্পবল্লী' ও দীনবন্ধু দাস 'সংকীর্তনামৃত' গ্রন্থ দু'টিতে প্রেমবৈচিত্ত্যের বিভিন্ন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্যের কোনো বিভাজন করেননি। দীনবন্ধু দাস তাঁর গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্যের যে আটটি বিভাজন করেছেন, তা হল -- দুই প্রকার অনুরাগ - রূপানুরাগ, উল্লাসানুরাগ, পাঁচ ধরনের আক্ষেপানুরাগ ও রসোদ্গার।

এই পর্যায়েই আক্ষেপানুরাগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে। আক্ষেপানুরাগে অন্তরে তীব্র অনুরাগ সত্ত্বেও বাহ্যত আক্ষেপের প্রাধান্যই প্রবল। আক্ষেপানুরাগে আক্ষেপের বিষয়ই মুখ্য। রাধা কৃষ্ণের সন্নিকটে থাকার চেয়েও এখানে বড় হয়ে দেখা যায় রাধার প্রেমের উৎসের প্রসঙ্গ - ঠিক কোন বিষয়ের জন্য রাধা কৃষ্ণ-প্রেমে আকুল -- সেই কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততায় তার প্রতি আক্ষেপই এই পর্যায়ে ধ্বনিত হয়। দীনবন্ধু দাস 'সংকীর্তনামৃত' গ্রন্থে পাঁচ প্রকার আক্ষেপানুরাগের কথা বলেছেন। সেগুলি হল --

(i) কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ

(ii) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ

(iii) সখীর প্রতি আক্ষেপ

(iv) দূতীর প্রতি আক্ষেপ

(v) নিজের প্রতি আক্ষেপ

পরবর্তী সময়ে পদকর্তারা এই পাঁচ ধরনের আক্ষেপানুরাগের সঙ্গে আরও তিন ধরনের আক্ষেপানুরাগ যোগ করে মোট আট ধরনের আক্ষেপানুরাগের কথা বলেছেন। এই তিন ধরনের আক্ষেপানুরাগ হল --

(vi) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ

(vii) গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ

(viii) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ

কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণব মহাজন-পদকর্তাই প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগকে অভিন্ন রূপে দেখেছেন – এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য তারা স্বীকার করেননি। যেমন দীনবন্ধু দাস, রামগোপাল দাস, পীতাম্বর দাস প্রমুখদের কথা এক্ষেত্রে বলা যায়। এমনকি 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' গ্রন্থের প্রণেতা হরিদাস দাস বাবাজীও তাঁর গ্রন্থে এই পার্থক্য করেননি। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ যে কখনোই এক বিষয় নয় -- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তারা যে পৃথক তা এই দুটি পর্যায়ের দু'একটি পদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়। নিম্নে প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের দু'একটি পদ সংক্ষেপে আলোচনা করে এদের পার্থক্যের দিকটি নির্দেশ করা হল --

প্রথমে প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি পদ আলোচনা করা যেতে পারে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পদ --

''এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি।।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।''

-- পদটিতে গভীরতম ভাবকে কবি চণ্ডীদাস সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। কবি বলেছেন, এমন প্রেম তিনি কোনোদিন দেখেনওনি, শোনেনওনি। বাইরের কোনো চেষ্টা ছাড়াই দু'জনের মধ্যে প্রাণের বন্ধন তৈরি হয়েছে। দু'জনেই যখন দু'জনের কোলে অর্থাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তখনো বিচ্ছেদের কথা ভেবে ক্রন্দন করেন। তিলার্ধ — সময়ও পরস্পরকে না দেখলে যেন বাঁচবেন না বলে বোধ করেন। মানুষের মধ্যে এমন প্রেমের কথা শোনা যায় না। জল-মাছ, সূর্য-পদ্ম, মেঘ-চাতকের পরস্পর সাপেক্ষ-সম্পর্কের থেকেও এঁদের প্রেম অতুলনীয়। নিবিড় প্রেমের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় পদটি অনুপম। এই পদে প্রেমবৈচিত্ত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন --

প্রথমত, এই পদে প্রেমের প্রগাঢ়তার চিত্রটি সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত, এখানে নায়ক-নায়িকার চিত্তের ব্যাকুলতা-বিহ্বলতাও কবি নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয়ত, এই পদের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' -- এর মধ্যেই আছে প্রেমবৈচিত্ত্যের বীজ। প্রিয়সন্নিকর্ষে পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানেও বিচ্ছেদ-শঙ্কাতুর প্রেমিক-হৃদয়ের আর্তি প্রকাশে পদটি প্রেমবৈচিত্ত্যের স্বরূপ চিহ্নিত।

সীমিত পরমাণুর গণ্ডিতে ঘেরা মানুষ তার অনিশ্চিত জীবনে প্রিয়-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যে প্রতিনিয়ত ব্যাকুল হয়, প্রেমবৈচিত্ত্য তো সেই ব্যাকুলতারই রসময় কাব্য-প্রকাশ।

এবার আক্ষেপানুরাগের একটি পদের বিশ্লেষণ করা হল। আক্ষেপানুরাগের একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল চৈতন্য-পূর্ব কবি চণ্ডীদাসের 'যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে'-শীর্ষক পদটি। পদটি শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগের। এখানে রাধা নিজের সর্বেন্দ্রিয়গ্রাসী কৃষ্ণ-প্রেমের বিরুদ্ধেই আক্ষেপবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি কৃষ্ণ যে দিকে, সে পথে যেতে চান না। কিন্তু তাঁর পা-দুটি সেই পথেই নিয়ে যায়। জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে চান না, কিন্তু সে সর্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে। নাসিকাকে বন্ধ করে রাখলেও সে শ্যামের গন্ধ অনুভব করে। কৃষ্ণের কথা রাধা শুনতে চান না, কিন্তু কৃষ্ণ প্রসঙ্গের দিকে তাঁর কান নিজে থেকেই চলে যায় --

''এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ।।
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান।।''

রাধা এই কারণেই তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সর্বদাই কৃষ্ণানুভবের জন্য ধিক্কার দিয়েছেন। এই পদের মধ্যে আক্ষেপানুরাগের বিশিষ্টতাগুলি ফুটে উঠেছে পূর্ণমাত্রায়। যেমন —

প্রথমত, এই পদে রাধা অবাধ্য ইন্দ্রিয়ের বিপরীত ব্যবহারে গ্লানি-ক্ষুব্ধ। কৃষ্ণমুখী নিজের সর্বাঙ্গ -- রসনা, নাসিকা, শ্রবণ-মন-প্রাণকে নিবারণ করতে না পারার শোচনীয় বিফলতায় লজ্জিত ও পরাজিত আত্মধিক্কার ফুটে উঠেছে রাধার মধ্যে -- এখানে আক্ষেপ নিজেরই প্রতি।

দ্বিতীয়ত, আক্ষেপানুরাগও প্রকৃতপক্ষে অনুরাগ -- এই আক্ষেপের মধ্যেও রাধার সূক্ষ্ম সুখের স্বাদময় উপলব্ধি — এখানে আক্ষেপ সত্ত্বেও প্রিয় মিলনের বোধ সর্বদা অনুভূত।

প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের পদে আক্ষেপই সর্বস্ব -- চণ্ডীদাসের দুঃখই তাঁর সুখ। এই পদটির বিষয় ও বক্তব্য কখনোই প্রেমবৈচিত্ত্যের নয়। তাই পূর্ববর্তী পদকর্তা-মহাজনদের প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ একই -- এই মন্তব্য ভ্রান্ত। প্রেমবৈচিত্ত্যের বিভাগ রূপেও আক্ষেপানুরাগকে প্রতিষ্ঠা করা তাই অসমীচীন। প্রেমবৈচিত্ত্যে সবসময় দূরত্বের বোধ কাজ করে -- শারীরিকভাবে নিকটে থাকা সত্ত্বেও। আর আক্ষেপানুরাগের ক্ষেত্রে প্রিয় সন্নিকর্ষ প্রাসঙ্গিক নয় -- এখানে প্রেমের আক্ষেপই প্রধান, কিন্তু সেই আক্ষেপের মধ্যেও কৃষ্ণসুখ সান্নিধ্যের মিলন বোধ সমান ক্রিয়াশীল। এই পার্থক্য থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ এক নয় -- ভিন্ন, স্বতন্ত্র। তাই শেষ বিচারে একথা বলা যায়, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ পৃথক পর্যায় — তবে প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে আক্ষেপানুরাগের আক্ষেপের উপাদান-উপকরণ-বিষয়-ভাব থাকতে পারে কিন্তু আক্ষেপানুরাগের পদ মাত্রই প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ নয়।

বৈষ্ণব পদাবলী

নায়ক কৃষ্ণ হলেও পদাবলীর বৈচিত্র্য সৃজিত হয়েছে রাধাকে ঘিরেই

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাব্যধারা হল বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন প্রেম। এই প্রেমের আশ্রয় হলেন রাধা আর বিষয় হলেন কৃষ্ণ। বৈষ্ণব পদকর্তারা প্রথমে বৈষ্ণব – পরে কবি। বৈষ্ণব ধর্ম হল প্রেম ও ভক্তির ধর্ম। তাই তাঁদের কাছে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাই হয়ে উঠেছে মুখ্য সাধনার বিষয়। রাধাকৃষ্ণের আদর্শায়িত মিলন-বিরহ লীলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কাব্যবিষয়। তবে একথা স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, পদাবলীতে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে কেন্দ্র করে লেখা পদের সংখ্যা অধিক – কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার প্রেমের বিকাশে বৈচিত্র্যও অনেক বেশি। পদাবলীতে মধুর রসের সাধনায় লেখা অধিকাংশ পদেই রাধার বিচিত্র উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে লেখা পদের সংখ্যা সেদিক থেকে সামান্যই – জন্মলীলা, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, দানলীলা, রাসলীলাকেন্দ্রিক পদগুলি শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসের স্ফুরণে কৃষ্ণকেন্দ্রিক। কিন্তু অন্যদিকে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি পর্যায়ের পদগুলিতে রাধার উজ্জ্বল - বৈচিত্র্যময় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। নিম্নে কিছু পদ অবলম্বন করে রাধার বৈচিত্র্যময়তার বিষয়টি আলোচনা করা হল।

তত্ত্বগতভাবে যা আধ্যাত্মিক প্রেম তাকেই বিভিন্ন পর্যায়, যেমন – বয়ঃসন্ধিক্ষণ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, ভাবোল্লাস প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে লৌকিক প্রেমের ক্রমবিকাশের স্তরকে আশ্রয় করে মানবিক রূপাবরণে রাধার বিচিত্র প্রকাশ পদাবলীতে দেখা যায়।

প্রথমেই বয়ঃসন্ধির পর্যায়ে রাধার দেখা পাওয়া যায়। এই পর্যায়ে রাধার দেহের-মনের মুকুলিত অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এই পর্যায়ের পদ মুখ্যত রচিত হয়েছে চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে কবি বিদ্যাপতির পদাবলীতে। এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদ হল –

''শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে ধনি দন্দ পড়ি গেল।।''

– এখানে যৌবনের প্রথমোল্লাসে শ্রীরাধার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরপর পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদিজাত পারস্পরিক পরিচয় এবং উভয়ের চিত্তে প্রথম প্রেমের উন্মেষ। তবে এই পদাবলীতে কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ অধিকাংশই রচিত হয়েছে চৈতন্য-পূর্বকালে বিদ্যাপতির পদাবলীতে। রাধার পূর্বরাগই পদাবলীতে মুখ্য। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রত্যেক কবিই রাধাকে কেন্দ্র করে পূর্বরাগ পর্যায়ে বৈচিত্র্যের সম্পাদন করেছেন। বিদ্যাপতির রাধা পূর্বরাগে যেমন ধীরে ধীরে মানবী নায়িকা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন কৃষ্ণময়ীতে – কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগেই হয়ে উঠেছেন সাধিকা -যোগিনী –

''রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।''

এরপর অনুরাগের পর্ব। নামমাত্র মিলনের পর অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের পর এই সদানুভূত প্রেমাবস্থা প্রিয়তমকে প্রতি মুহূর্তে নব-নব ভাবে অনুভব করায়। বিশেষভাবে রূপলালসায় যে প্রেমার্তি তা রূপানুরাগে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। কবি জ্ঞানদাসের একটি পদে রূপানুরাগজনিত আকুলতার তীব্র সংরাগ পরিলক্ষিত হয় –

''রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
... ...
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।''

– শ্রীরাধিকার প্রেমের এ এক অপূর্ব - বিচিত্র প্রকাশ।

এরপর অভিসার – লীলা পর্যায় রূপে পদাবলীতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রিয়তমের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট সংকেত স্থানে নায়িকার গোপন পথচারণা। রাধার এই অভিসার যাত্রাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র পদ – তামসাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার ইত্যাদি প্রায় বিচিত্র আটটি পর্যায়ের বহু পদ লেখা হয়েছে। কবি বিদ্যাপতির রাধাকে দেখা যায় সব বাধা উপেক্ষা করে 'নব অনুরাগিনী' রূপে একা কৃষ্ণাভিমুখে অভিসার যাত্রা করেছে।

আবার চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি গোবিন্দদাসের রাধাকে দেখা যায় অভিসার যাত্রার প্রাক্‌কালে দুস্তর সাধনায় রত হতে – আবার অভিসার যাত্রার দুর্গম পথের বর্ণনাও সে দিয়েছে প্রেমিক কৃষ্ণের কাছে –

"মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা   কত না কহিব রে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ
... ...
তিমির দুরন্ত পথ   হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ
একে কুলকামিনী   তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।"

এরপর মান পর্যায়ে দেখা যায়, নায়ক কৃষ্ণের প্রসাধন চেষ্টা সত্ত্বেও নায়িকা রাধার অভিমান, তজ্জনিত মানভঞ্জনের বিচিত্র পদ। রাধার মান নিয়েও বহু কবি পদ রচনা করেছেন। যেমন, গোবিন্দদাসের পদে দেখা যায় –

"নখ পদ হৃদয়ে তোহারি
অন্তর জ্বলত হামারি।।"

এই মান পর্যায়ে মানের অতিরেক হেতু রাধার দুর্জয় মানের পরিচয় রয়েছে বিদ্যাপতির পদে।

এরপরের পর্যায় প্রেমবৈচিত্ত্য। নিবিড় আলিঙ্গনের মুহূর্তেও কল্পিত বিচ্ছেদাশঙ্কায় নায়ক-নায়িকার চিত্তে এক কাল্পনিক বিরহানুভূতি। এ যেন স্পর্শকাতর চিত্তে পরবর্তী মাথুর বিরহের পূর্বাভাস – প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে রাধার বিকাশ লক্ষ করা যায় চণ্ডীদাসের পদে –

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।।"

এছাড়াও রয়েছে আক্ষেপানুরাগের মতো বিচিত্র পর্যায়, যেখানে রাধা প্রেমাসক্তির জন্য সামাজিক বাধাজনিত আক্ষেপ প্রকাশ করেন; যেমন – চণ্ডীদাসের পদে রাধার আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে এভাবে –

"ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।।"

অতঃপর রাধা-কৃষ্ণের রোমান্টিক প্রেমের মধ্যে নেমে আসে সুচির-বিচ্ছেদের যবনিকা – প্রবাস পর্যায়ে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর বিরহিণী রাধার অন্তরের দুঃখ-দীর্ণতার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবি বিদ্যাপতির পদে – 'চির চন্দন উরে হার না দেলা' পদে দেখা যায় – রাধা বলেছে –

"বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে।।
... ...
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।।"

এছাড়া বিরহ প্রসঙ্গে ভাবী, ভবন পর্যায়ের বহু পদও পদকর্তারা লিখেছেন রাধাকে কেন্দ্র করে।

ভূত বিরহের তীব্র আর্তি ও উন্মাদনা থেকে শ্রীরাধা উপনীত হন দিব্যোন্মাদের মরমীয় চেতনার দিব্যলোকে – যেখানে মাদনাখ্য মহাভাবাবস্থায় বিরহ ও মিলনের বোধ একাকার। এই বিশেষ দিব্যানুভূতির অবস্থায় রাধার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার ভাব-সম্মিলনের আনন্দ-উল্লাস–নিত্যমিলনের আনন্দ লগ্নে রাধার এই প্রণত আত্মনিবেদনের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্যাপতির পদেই –

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।।"

মিলন বিরহ লীলাশ্রিত প্রেমের পরিণত স্তরে যে মরমী ভাবনার অনুভব–বৈষ্ণব পদাবলী সেখানে সমাপ্ত। উপরের এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পদাবলীর প্রাণভোমরা রাধিকা। বয়ঃসন্ধি থেকে ভাবোল্লাস পর্যন্ত দীর্ঘ পর্যায়-পরিক্রমায় শ্রীরাধার ক্রমবিকাশেই পদাবলীর বিস্তার কালে কালে নব-নব বৈচিত্র্যে। তাই শেষ বিচারে একথা বলা যায় যে, পদাবলীর নায়ক কৃষ্ণ হলেও মূল বৈচিত্র্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু নায়িকা রাধাকে ঘিরেই।